দৈনিক জনকণ্ঠ
52
তারিখ ... FEB. 28 1999 ...
পৃঃ ... কলাম ...

ইসলামী ভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষা

পরীক্ষা পদ্ধতি, বিভাগসমূহ ও বিস্তারিত তথ্য

অখিল পোদ্দার

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চ শিক্ষা ও চর্চার সুব্যবস্থা তথা জ্ঞানের অগ্রসরতা ও বিকিরণের ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হতে অনন্য ভূমিকা রেখে আসছে। প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এখানে রয়েছে ৫টি অনুষদের ১৮টি সাবজেক্ট। সব মিলিয়ে এ বছর এক হাজার পঁয়ষট্টিজন ছাত্রছাত্রী প্রথম বর্ষে ভর্তির সুযোগ পাবে। পাশাপাশি কোটাভিত্তিক ভর্তির রেওয়াজও রয়েছে। বিগত দিনগুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি শিক্ষার্থীকে চল্লিশ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর সাথে 'কনটেস্টে' টিকে থাকতে হয়েছে। এ বছর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

ভর্তি পরীক্ষা যেভাবে হবে ঃ বিগত দিনগুলোতে অনুষদভিত্তিক তথা ইউনিট পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও গত ১৯৯৭-৯৮ হতে পরীক্ষা পদ্ধতির ধরন পাল্টে গেছে। '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ হতে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি শুরু হয়েছে। এতে স্ব-স্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকমণ্ডলী পরিষ্কারভাবে ছাত্রছাত্রীর মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পান। এতে ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার সময়কাল ২ ঘণ্টা। ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৪৫।

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ ১৯৯৭ ও '৯৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের (আলিম ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স) ও ১৯৯৮ সালের ফাজিল পরীক্ষায় যে সকল ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বিভিন্ন অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। মাধ্যমিক বা সমমান, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান অথবা ফাজিল--যে কোন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ থাকলে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে না।

মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ এবং আইন অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহে ভর্তিচ্ছু বিজ্ঞান শাখার ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শাখার ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগসহ সর্বমোট ন্যূনতম ১১০০ নম্বর থাকতে হবে। বিজ্ঞান শাখা ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শাখা ছাড়া অন্যান্য শাখার (মানবিক, বাণিজ্য ইত্যাদি) ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগসহ সর্বমোট ন্যূনতম ১০০০ নম্বর থাকতে হবে। আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের দাখিল/সমমান ও আলিম/সমমান উভয় পরীক্ষান্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের বিভাগগুলোতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগসহ ন্যূনতম ১১০০ নম্বর থাকতে হবে। ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম শিক্ষা অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের দাখিল/সমমান ও আলিম/সমমান পরীক্ষায় সমূহে শুধু দ্বিতীয় বিভাগ থাকলেই চলবে।

(ক) মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ঃ মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে রয়েছে ৬টি বিভাগ। একমাত্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ছাড়া অপর ৫টি বিভাগ যথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন, অর্থনীতি এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ৭০টি করে আসন রয়েছে।

পরীক্ষা পদ্ধতি (১) ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ঃ দুই ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ইংরেজী, সাধারণ জ্ঞান ২৫ নম্বর ও বাংলা ২৫ নম্বর। ইংরেজীতে কমপক্ষে ৩৩ নম্বর পেতে হবে।

(২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে বাংলা সাহিত্য

ভর্তির খবর

বিষয়ক ও ভাষা সংক্রান্ত ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। বাকি ৫০ নম্বরের মধ্যে ২৫ ইংরেজী ও ২৫ সাধারণ জ্ঞান।

(৩) অর্থনীতি বিভাগ ঃ অর্থনীতি বিভাগে ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীদিগকে ৫০ নম্বর বাংলা, ৫০ ইংরেজী ও ৫০ নম্বরের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা দিতে হবে।

(৪) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঃ এই বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলা ৫০, ইংরেজী ৫০ নম্বর ও সাধারণ জ্ঞান অথবা ইসলামের ইতিহাস ৫০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে।

(৫) রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন ঃ বাংলা ৫০ নম্বর, ইংরেজী ৫০ ও সাধারণ জ্ঞান ৫০ নম্বরের।

(৬) আরবী ভাষা ও সাহিত্য ঃ এই বিভাগের জন্য সাধারণ জ্ঞান ৫০ নম্বর, বাংলা ২৫, ইংরেজী ২৫, আরবী অথবা ইসলাম শিক্ষা ৫০।

(খ) ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ঃ এই অনুষদে রয়েছে দুইটি বিষয়- (১) হিসাব বিজ্ঞান, (২) ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি বিষয়ের আসন সংখ্যা ৭০। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ হতে বিবিএ কোর্সে ভর্তি শুরু হয়। বর্তমানে এমবিএ করার সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

(১) হিসাব বিজ্ঞান ঃ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ইংরেজী ৫০, বুদ্ধিমত্তা (I.Q) ৫০, হিসাব বিজ্ঞান/অর্থনীতি/গণিত ৫০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে।

(২) ব্যবস্থাপনা ঃ ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য ইংরেজী ৫০, বুদ্ধিমত্তা (I.Q) ৫০, হিসাব বিজ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৫০।

(গ) ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদ ঃ ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদে রয়েছে তিনটি বিভাগ। যথা ঃ আল কুরান এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ এবং আল হাদিস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। প্রতিটি বিভাগের আসন সংখ্যা ৭০টি।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

(ক) আল কুরান এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ঃ ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মধ্যে সাধারণ জ্ঞান ৫০, আরবী/ইসলামী শিক্ষা ৫০, কুরান/হাদিস/বাংলা-ইংরেজী/ইসলামের ইতিহাস ৫০।

(খ) দাওয়াহ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ঃ ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মধ্যে সাধারণ জ্ঞান ৫০, আরবী/ইসলামী শিক্ষা ৫০, ইসলামের ইতিহাস/বাংলা-ইংরেজী/হাদিস/কুরান ৫০।

(গ) আল হাদিস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ঃ আরবী/ইসলামী শিক্ষা ৫০, বাংলা-ইংরেজী/ইসলামের ইতিহাস/কুরান/হাদিস ৫০, সাধারণ জ্ঞান ৫০।

(ঘ) আইন অনুষদের আওতায় একটি মাত্র বিভাগ রয়েছে যা 'আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ' নামে পরিচিত। আইন বিভাগে ৭০টি আসন রয়েছে। ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় বাংলা ৫০, সাধারণ জ্ঞান ৫০ ও ইংরেজী ৫০ নম্বর থাকবে।

(ঘ) ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ ঃ ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদে ৬টি বিভাগ রয়েছে। ইলেকট্রনিক্স ও ফলিত পদার্থে ৪০টি, ফলিত গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে ৪০টি, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে ৪০টি আসন রয়েছে। এই অনুষদের নতুন তিনটি বিভাগ (১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর) ইনফরমেশন সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি বিভাগে ২৫টি করে আসন রয়েছে।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

(ক) ইলেকট্রনিক্স ও ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ঃ ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় পদার্থে ৫০, গণিতে ৫০, রসায়নে ২৫, ইংরেজী, বাংলা ও সাধারণ জ্ঞানে ২৫ নম্বর থাকবে।

(খ) ফলিত গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান ঃ ১৫০ নম্বরের মধ্যে গণিত ৫০, পদার্থ ৫০, রসায়ন ২৫, ইংরেজী, বাংলা, সাধারণ জ্ঞান ২৫।

(গ) ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি ঃ রসায়ন ৭৫, গণিত ২৫, পদার্থ বিদ্যা ২৫, ইংরেজী ২৫সহ ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

(ঘ) ইনফরমেশন সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি ঃ গণিত ৫০, পদার্থ বিদ্যা ৫০, রসায়ন ২৫, ইংরেজী, বাংলা, সাধারণ জ্ঞান ২৫।

(ঙ) ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ঃ জীববিদ্যা ৫০, রসায়ন ৫০, পদার্থ/গণিত ২৫, ইংরেজী ২৫।

(চ) বায়োটেকনোলজি ঃ জীববিদ্যা ৫০. রসায়ন ৫০, গণিত/পদার্থ ২৫, ইংরেজী ২৫।

আবেদনপত্র যেখানে পাওয়া যাবে ঃ তিনটি স্থান থেকে প্রাথমিক পত্র সংগ্রহ করা যাবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ব্যাংক, কুষ্টিয়া থানাপাড়া শাখা অগ্রণী ব্যাংক ও ঝিনাইদহ অগ্রণী ব্যাংকে ভর্তি ফরম পাওয়া যাবে। প্রতিটি ফরমের মূল্য ৭৫ টাকা। তবে আবেদনপত্র জমা দিতে হলে ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিভাগ অনুযায়ী তা জমা দিতে হবে। একজন শিক্ষার্থী একাধিক বিভাগে আবেদন করতে পারবে।

প্রাথমিক আবেদনপত্র ১৪ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী ১৪ মার্চ '৯৯ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১৫ মার্চ '৯৯। এ সময়ের মধ্যে পূরণকৃত ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে। প্রাথমিক আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেয়ার সময় সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি (সত্যায়িত), মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান ও ফাজিল (যদি প্রযোজ্য হয়) পরীক্ষার নম্বরপত্রের ও সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে কর্তৃপক্ষ ২৫ জন খেলোয়াড়, ১৫ জন শিল্পী, ১৫ জন আদিবাসী (উপজাতি) কোটায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করবে-- মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্রকন্যাদের জন্যও ১৫টি আসন রয়েছে।